ন'টা
থেকে
বারোটা

(একাঙ্ক নাটক)

শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
৯।১।১ বি, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বাগচী
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

পরিবেশক :
চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১।১।১ বি, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, (পি.) লিঃ
৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়,
প্রিণ্টস্মিথ,
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

দেশমধু নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যকে
শম্ভুনাথের প্রণাম।

এই লেখকের অন্যান্য বই

১। Roll up the Veil
Or What I Believe
(A Philosophical Study)

২। বিয়ের আগে (উপন্যাস)

৩। সাতটা থেকে দশটা (নাটক)

৪। আটটা থেকে এগারোটা ,, (যন্ত্রস্থ)

'ন'টা থেকে বারোটা' ট্র্যাজেডি কমেডি মেলোড্রামা বা চমকে দেওয়া নাটক নয়।

কুসংস্কার, পণপ্রথা, দরিদ্রতা, প্রেম, সতীত্ব, বিধবা, বড়লোকদের হারিয়ে দিয়ে গরীবদের জিতিয়ে দেওয়া অনেক কাজকর্ম আমি করতুম। কিন্তু তা করিনি। কারণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনীতিক, খাদ্য-বস্ত্র এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার ওষুধ আবিষ্কার হয়ে আছে বহুকাল। কিন্তু কোনো ওষুধ আমরা প্রয়োগ করব না, যখন প্রতিজ্ঞা একবার করে ফেলেছি তখন আর আমি নাটক লিখে কি করব বলুন?

আমি বড় হব না। কোন সমস্যার সমাধান করব না। সভ্যতার আলো ঘরে ঢুকতে দেব না—আমি মুনি-ঋষির বংশধর। আমি পাঁচশ' বছর পিছিয়ে অন্ধকারে থাকব। আপনি ক'টা দেশলাই জ্বালবেন, জ্বালুন।

এই সব দেখে শুনে আমি ও পথ মাড়াইনি, এ রচনা রসোত্তীর্ণ করার চেষ্টাও করিনি, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো রস আস্বাদন করতে আর আমাদের বাকী নেই, তাই বইয়ের পাতায় ও আর চাইনে।

শান্তির জন্য সভ্য মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে, তার তোড়জোড় সব পাকাপোক্ত হয়ে এল, শুধু মেসিনটা চালাবার জন্য একজন ড্রাইভার প্রয়োজন। তারও চেষ্টার ত্রুটি নেই। অতিমানসিকচেতনা-পাওয়া লোকটিই হল এই ড্রাইভার। দু'একদিনের মধ্যেই সে কাজ সুরু করবে। স্বর্গরাজ্য এই মর্তেই বানিয়ে তোলার জন্য ঠিকাদারও কাজ সুরু করে দিয়েছে।

আর আমরা কোথায় আছি? আজ জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান কি আমাদের পথ দেখাতে পারছে না? কিন্তু আমরা যে বড় হব না। সমস্যার সমাধান করব না। নরকেই ডুবে থাকব। আমাদের প্রতিজ্ঞা থেকে হঠাবে কে?

বিলিতি মড়ার কোট গায় দিয়ে, বাসী-পচা খাবার পরিবেশন করে, সুড়সুড়ি আর ন্যাকামি নিয়ে আমি কাউকে অভিবাদন জানাব না।

সভ্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ সংবাদটুকু শুধু আজ আমি সুধী সমাজকে নিবেদন করলুম। শ. ভ.

নাট্যকারের অন্য নাটক

'সাতটা থেকে দশটা' সম্পর্কে কতিপয় অভিমত

'সাতটা থেকে দশটা' নাটকটি নূতন ধরনের বলে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নাই সুতরাং এদিক দিয়ে লেখক পথিকৃতের কৃতিত্বের অধিকারী। * * * নাটকখানি সুখপাঠ্য ও এর মৌলিকতা উপভোগ্য।

—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'সাতটা থেকে দশটা' বাংলা নাট্য-সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। * * * * মানুষের জীবনে যতটুকু প্রত্যক্ষ কেবল তারই প্রতিফলনে নাট্যকার পরিতৃপ্ত হননি ; যা অপ্রত্যক্ষ, অথচ যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের গড়া সমাজকে, মানুষের গড়া রাষ্ট্রকে, মানুষের কল্পিত রূপারোপ করতে দেয় না, যা মানুষকে উর্দ্ধতর স্তরে উঠতে বাধা দেয়—শম্ভুনাথ তাঁর এই নাটকে তাও ফুটিয়ে তোলবার, কলিয়ে ধরবার চেষ্টা করেচেন। * * * নাটককার যে-দিকে আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, সে-দিকে যদি আমরা মনোনিবেশ করি, তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীব হিসেবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না—লাভবানই হব। —শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

* * * শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্রও এই নাট্যকার গোষ্ঠির মধ্যে অন্যতম এবং যোগ্যতম * * * কিন্তু শম্ভুনাথ ভদ্র নাটক রচনা করতে গিয়ে এক বিচিত্র আঙ্গিক থেকে চিন্তা করেছেন। * * * বর্ত্তমান সমাজ জীবনে যেখানে যেখানে দুর্ব্বলতা, সেইখানেই তাঁর ক্ষমাহীন আঘাত এসেছে—চরিত্রের মাধ্যমে, সংলাপের মাধ্যমে। —বিধায়ক ভট্টাচার্য

'সাতটা থেকে দশটা' একটি অভিনব নাট্যসৃষ্টি। * * * লেখকের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। * * * যে রসানুভূতির স্পর্শ রয়েছে এর সর্ব্বাঙ্গে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। * * * যে যুগে আপামর সকলে নাকের ডগার বাইরে চোখ চেয়ে দেখতে চাইছেন না সে যুগে এই ধরনের নাটকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। —চন্দ্রশেখর

নবীন নাট্যকারকে জনসমক্ষে আনবার জন্য এই নাটকখানি আমি অনেককে পড়িয়েছি। প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞদের অভিমতে নাটকখানি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় এদিকে নাট্যামোদী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। —সন্তোষকুমার দে

"টেকনিক ও বিষয়বস্তু বাংলা নাট্য সাহিত্যে অভিনব। * * * * গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনকে টানিয়া রাখে।" —যুগান্তর

"বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা নাটকের এই আবির্ভাব একেবারে নতুন এবং সেজন্যই অভিনন্দনযোগ্য। * * * রসলিপ্সু পাঠকের দরবারে নাটকখানি সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস। —দেশ

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ভদ্রের নাটকখানি শুধু অপূর্ব্ব নয়, অভূতপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টি। শম্ভুবাবু সাহিত্য ছাড়াও যে, বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, ভূ-তত্ত্ব ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে এত খবর রাখেন, তাহা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। * * * ভদ্র মহাশয় 'ভদ্র' সমাজের যে আধুনিকতার নিখুঁত রূপটি অঙ্কিত করেছেন তা অতুলনীয়। সভ্যতার মুখোস পরে বিলাসিতার অন্তরালে যে যৌন ব্যাভিচার চলেছে তার নগ্ন-চিত্র এমন সভ্য ভাবে বোধ হয় আর কেউ পরিবেশন করেননি। —ডাঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

Smart finish and technical perfection * * * have given to this one-act play a horried beauty of its own. Sri Bhadra's penmanship has already earned the admiration of eminent critics. —Hindusthan Standard.

চরিত্র

মানবী দেবী	নৃত্যশিল্পী।
লোচন	বাড়ীভাড়া আদায়কারী
শশাঙ্ক	বাড়ীর মালিক।
নটরাজ	আসবাব বিক্রেতা।
দয়াল	মাখন বিক্রেতা।
হেমন্ত	চানাচুর বিক্রেতা।
আনন্দ	সম্পাদক।
ভুবন	অনুসন্ধানকারী।

[মানবী দেবীর ঘর। একখানি ঘরই তার সম্বল। রান্না, বৈঠকখানা, শয়ন, নিভৃত নিরালা বিশ্রাম,—সব তাকে এখানেই সারতে হয়। দক্ষিণ দিকের জানালায় ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে সে দূরের ঝাউ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে।

বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত নিরাপত্তা অতীতের বেদনাময় মুহূর্তগুলি তার মাথার মধ্যে জেগে ওঠে। হাতের বইখানি কোলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

পূবের জানালায় দাঁড়ালে রাস্তার অপর পারের গৃহস্থবাড়ীর সব কিছু চোখে পড়ে। কচি ছেলেমেয়েরা চীৎকার চেঁচামেচি করে সারা বাড়াখানি হট্টগোলে মাতিয়ে রেখেছে। ডাঁটোরা বসে রাজনীতি আওড়াচ্ছে। বাড়ীর মেয়েরা পাশের বাড়ীর কচিদের হাত দিয়ে চিঠিপত্তর ডাকে পাঠাচ্ছে। তেলেভাজা নোনতা খাবার লুকিয়ে এনে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে।

মানবীর ঘরে কোন ঝামেলা নেই। সে কাউকে বকতে ঝকতে পারে না। কারু সাথে বকবক করে দুরন্ত সকাল দুপুর বিকাল স্বচ্ছন্দে ফুরিয়ে ফেলতে পারে না।

প্রথম জীবনে সে নাচ-গান-হল্লার মেয়ে হয়ে কত-না সোহাগে আমোদে দিন ক্ষণ ফুর ফুর করে উড়িয়ে দিয়েছে। কতো কাগজের ফুল তাকে ঘিরে ছড়িয়ে থেকেছে। সে ফুলই শুধু হাতে পেয়েছে, কিন্তু গন্ধ একটুও পায়নি।

ন'টা থেকে বারোটা

প্রথম জীবনে যা-কিছু সে পেল তা আজো কোনো নর্তকীর জীবনে পাওয়া ঘটেনি। কতো আকুতি, মিনতি, উচ্ছ্বাস, আবেগ, আশ্বাস, স্বীকৃতি, সুনাম, সম্পদ, বিভব—তার শিরে পাহাড় হয়ে উঠেছে। সব পেয়েছে সে। কিন্তু আসল বস্তুটি পায়নি সে আজো। জীবনের প্রথম দিবসে তার এসব ঘটেছে কিন্তু প্রথম যৌবন সে যেদিন পেল চোখ মেলে দেখল জীবনের এতোদিনের খেলা সব মিছে খেলা হল তার।

প্রথম জীবন থেকে প্রথম যৌবনে সে যেদিন এসে উপনীত হল সেদিন আর তার আঁকড়ে ধরার মত কোনো সম্বল নেই। সব সে বিসর্জন দিয়েছে।

স্মৃতির অতলে ঝাঁপ দিয়েও সে কোনো পরশমণি খুঁজে পেল না যা হাতে নিয়ে সে আঁচলে গিঁঠ বাঁধবে। এতোদিনের ক্লেদ পঙ্কিল বিষের জ্বালা সার হল তার।

আজ নিঃস্ব সে ঠিক-ই। কিন্তু ভারমুক্ত সে। মান সম্মান অর্থ সম্পদ বিভব গৌরব আজ তার কিছু নেই। শূন্য হৃদয়খানি নিয়ে সে হাহাকার বেদনাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। যে হৃদয় কোনোদিন পূর্ণতা পেল না তার হাহাকার দুঃসহ মর্মান্তিক। আজ নেই তার জীবন্ত স্তাবকদল আর নেই তার এই জীবনের পাথেয়। তিনখানি প্রমোদ গৃহেব মালিক ছিল সে। বনেদি মজুদ গৃহে গচ্ছিত ছিল তার অঢেল অর্থ। সব সে শকুনি গৃধিনীর মুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। বড় শ্রান্ত ক্লান্ত সে আজ। আজ রিক্ততা পূর্ণ হতে কোনো মধু-বোঝা বুকে চেপে বসে নেই।

নিষ্করুণ দরিদ্রতার সাথে মিতালী তো চলে না, চলে অহরহ শুধু লড়াই। এ লড়াই তার সুরু হয়েছে প্রথম জীবনের যবনিকা পাতের সাথে সাথে।

উন্নত গর্বিত ফুঁসিয়ে ওঠা ভরা বুকখানি তার তাই শুধু মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায় তিক্ত অতীত দিনগুলির থেকে।

বুকের আগুন নিভাতে সে কি আবার ফিরে যাবে তার প্রথম জীবনের নাচুনে পা-দু'খানির কাছে। না তা সে আর যেতে চায় না। পা-দু'খানি তার যতো না নেচেছে তার থেকে অনেক বেশী দোলায় দুলেছে তার বুকখানি। সে উত্তাল তরঙ্গে আর সে দোলায়িত হতে চায় না। তার থেকে বুঝি অনেক ভালো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বুকে নিয়ে দুরন্ত দখিন হাওয়ার সাথে খেলা করা। আগুন যদি লাগে কোথাও, লাগুক তবে, এ দেহ রূপ যৌবন তার পুড়ে ছারখার হোক।

মানবীর বয়স কত? কুড়ি ত্রিশ চল্লিশ? না না সে কথা আজ সে মরে গেলেও প্রকাশ করবে না। বয়স সে খুশী মত তৈরী করে নিতে পারে যতোক্ষণ তার সমুখে একখানি আয়না আছে, আর আছে তার চোখ মুখ ছোপাবার রঞ্জকগুলো ততোক্ষণ সে নিশ্চিন্ত। বয়স তার যাই হোক বুকের কান্নাকে তো সে আজ বুকে কাপড় জড়িয়ে আটকে রাখতে পারছে না।

বৃহৎ ফ্লাট বাড়ীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সে বাস করছে। মুখ লুকিয়ে সে এখানে পড়ে আছে। অতীত স্মৃতি তার মনে এলে মনে হয় সে যেন দুস্তর মরু পাড়ি দিয়ে এসেছে। সেখানে নেই প্রাণের সাড়া। সজীব সবুজের রেখা। সে পথে আর পাড়ি দিতে কে আর চায়। আকণ্ঠ পিপাসা আজো তাকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু এ গৃহে বাস করতে হলেও যেটুকু রসদ তার প্রয়োজন তার কিছুই এখন তার হাতে আজ নেই। আর ক'টা দিনও সে এখানে থাকতে পারবে না। তার আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বলে।

ন'টা থেকে বারোটা

ঘরের আসবাব বনেদি না হলেও সৌখিন মনের পরিচয় দিচ্ছে। একপাশে বুক সমান উঁচু রান্নার টেবিল। ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না চাপিয়ে সে ঘরময় অনায়াসে পা-চারি করে থাকে।

ছোট পালঙ্ক ছোট টেবিল সোফা মোড়া গালিচা টুকরোয় ঘর আকীর্ণ, ঘরের চার কোণের দৃশ্য চার রকম। বুক-কেস ড্রেসিংটেবিল সব কিছু একখানি ঘরে ভীড় করেছে কিন্তু কেউ কারু সাথে মারামারি করছে না।

অটুট অঙ্গ তার। অগোছালো থাকলে দেহের কোথাও না কোথাও ঢিলে পড়েছে বলে মনে হয় কিন্তু মানবীর দিকে তাকালে তা মনে হয় না। নাচের দিনের ব্যায়াম তাকে অপূর্ব দেহ সুষমা দান করেছে। আজ অর্থহীন হয়ে সে তার শেষ সম্বল আপন দেহখানিতে খড় কাঠের মত আগুন ধরিয়ে দিয়ে সে আলোয় কি নিজের মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করবে? কিন্তু সে জানে এ আগুনে তার মুখ কখনো উজ্জ্বল হবে না হয়তো শেষবেশ পেটের ক্ষুধা কিছুটা মিটতে পারে।

মানবী তার আয়নার সমুখ থেকে ঘরের এককোণে ছুটে পালিয়ে গেল। দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। সকাল থেকে দুরু দুরু বুকখানি নিয়ে সে অস্থির হয়ে কাটাচ্ছে।

এখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। আজ ১৯৬০ সালের অকটোবর মাসের দশ তারিখ।

মানবী গায়ের পাতলা আবরণটির ফিতে আটকে নিয়ে বহুদিনের ভুলে থাকা ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে চাঁপাকলি আঙুল দিয়ে নাচের মুদ্রা না ফুটিয়ে ডায়ালে ফোন নাম্বার আওড়াতে লাগল।

ফোনের অপর প্রান্তের কথক বুঝি তার দিকে তাকিয়ে দেখছে অনুভব হতে সে তাড়াতাড়ি লুটিয়ে-পড়া শাড়ীর আঁচল ওঠানামা বুকখানির দীনতা ঢাকতে তুলে নিল।]

মানবী—হ্যালো ? মেঘমল্লার পত্রিকার অপিস ? আচ্ছা, নেপালবাবুকে একবার ডেকে দিন। নেপালবাবুর রাত্রে ডিউটি ? ও। কখন ? রাত সাড়ে ন'টায় আসবেন। হাঁ শুনুন, আপনাদের মালিককে একবার ফোনটা দিন। তিনিও নেই এখন ? আচ্ছা, আপনাদের এডিটরকে দিন। [ক্ষনকাল অতিবাহিত হল।] আপনি এডিটর কথা বলচেন ? ও আনন্দ ? বেশ। আমি মানবী দেবী। দুর্জয় এস্টেট থেকে বলচি। আনন্দ, হাঁ, আমাকে তো দশ বছর ধরে তোমার কলমের ডগায় অনেক নাচালে কাঁদালে। এখন যে আমি না-খেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছি। একগাদা টাকা দেনা। হাঁ আমার ছবি ছেপে আর আমার কথা ফলাও করে লিখে আমাকে অনেক উঁচুতে তুলেছিলে। সংস্কৃতি-কৃষ্টির মান অনেক বাড়িয়েছিলে কিন্তু এখন যে আমি মনুমেন্টের মাথা থেকে পড়ে গিয়ে গড়ের মাঠে গড়াচ্ছি। এখন তো আমাকে দেখতে কেউ পাচ্ছ না। কি বললে ? তোমাদের পত্রিকার অনেক বিক্রী বেড়েছিল সেদিন। নাচওয়ালীও এখন শিল্পী তার প্রশংসা কাগজে লিখলে কাগজ বিক্রী হয় প্রচুর। আর আজ নাচওয়ালীর কোন খদ্দের নেই। চমৎকার, আবার নাচতে বলচো ? আবার পয়সা পাব। এখনও আমার নাচের দিন ফুরোয়নি ? কিন্তু আনন্দ আমি নিজে যে মরে গেছি। অনেক দেখলুম বললে মিথ্যে বলা হবে। অনেকেই শুধু আমায় দেখল। কি পেলুম ? টাকা ? ঝাঁকামুটেও লটারীতে রাতারাতি লক্ষপতি

হয়। তাই বলে তার সাথে তুমি তো আর মনের সমতা খুঁজে পাও না। একটা ধনকুবেরকে পাঠিয়ে দিতে চাও আমার ঘরে? কেন? ফের আমাকে নিলামে তুলো না আনন্দ। না খেয়ে মরব তবু লক্ষপতি ঝাঁকামুটের সাথে রাত কাটাতে পারব না। পারব না বলেই বড় ভাবনায় পড়লুম। আজ আমার মনের ক্ষুধায় কোনো পঙ্কিলতা নেই। স্বচ্ছ নির্মল নিথর স্ফটিক জলের মত আজ আমার মন। কেউ সমুখে এলে তার মুখের মনের ছায়া সে স্ফটিক জলে ধরা পড়ে। আমার বুকের কাঁপন বাড়েই শুধু তাতে। আমি কি চাই? আপাতত তোমাদের গালাগালি দিতে চাই। তোমরা সংস্কৃতি-কৃষ্টির মান বাড়াতে আমাকে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড কথা তোমাদের কাগজে লিখেচ অনেক মহাজনী নৌকা এসে আমার ঘাটে ভিড়েচে সেদিন। কিন্তু তারা নিয়ে গেচে আমার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা। আমি একটা জিনিষ শুধু তাদের ঝাঁকায় তুলে দিতে পারিনি সে আমার মন। প্রতি পলকে তার রূপান্তর ঘটচে রঙ পাল্টাচ্ছে। কালচারের মহিমায় তোমরা গগন ফাটিয়েচ। আমার নাচের ছন্দের ভেতর তোমরা খুঁজে পেয়েচ স্বর্গের ছবি। আমার চোখে মুখে দেখতে পেয়েচ দেবজ্যোতি। কিন্তু কই, দেবকন্যা তো সত্যিই আমি হতে পারলুম না। কোন মুহূর্তে অন্তরে এতোটুকু শান্তি খুঁজে পাইনি তো। আমার ছবি নিয়ে কত লোক পূজার্চনা করছে দেখলুম। স্তাবকদল দিনে রাতে আমাকে ঘিরে কতো কবিতা স্তোত্র আবৃত্তি করল। আমার অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য মুখ কান্তি দেখে ক'জন জলেও ঝাঁপ দিল। কলেজের মেয়ে ঘরের সতীসাধ্বী বধুরা পর্যন্ত কোমর বেঁধে নাচগান চর্চা সুরু করল আমার আসন

কেড়ে নেবে বলে। সব দেখলুম। এতোবড় দেবী বোনে গেলেও আসলে আমি মানবী ছাড়া তো আর কিছু নই। আমাকে তোমরা যতো বড় দেবী বানাও না কেন আমি তা কি করে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলব বল? কি বললে? ফের আবার? না না। অনেক পাঠিয়েচ আর তুমি সদাগর আমার কুঠিরে পাঠিয়ো না আনন্দ। না খেয়ে শুকিয়ে মরছি আর জ্বালা বাড়িয়ো না। আমার জন্যে কি করবে তাই শুধু জানতে চাও? বেশ, চিন্তাশীল জ্ঞানীগুণী মনীষীর ঠিকানা তোমার সব জানা আছে। আমাকে দেবী বানাবার সময় তোমরা যেমন কালির সাগর কলমে ভিজিয়ে সারা কাগজখানি রোজ সকালে চুপসে তুলতে তেমনি একটু চিন্তা কর আনন্দ কি করে আমায় শুধু মানবী রূপে দেখতে পাব। আর মানবী হয়েই আমি একটু শান্তি পাব। দেবী হয়ে তো কোন শান্তি পেলুম না। এবার মাটির মেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সুখী হতে চাই তৃপ্তি পেতে চাই। অনেক কথা তোমাকে বললুম। তোমাকেই শুধু বলতে পারা যায় বলেই বললুম। তুমি আমাকে অনেকখানি বোঝ। হাঁ তোমার বৌ ভাল আছে? কি বললে? বৌ তোমাকে ছেড়ে গেচে। স্বর্গে গেচে? বড়ই পরিতাপের কথা। তুমি এমন নারীপূজারী হয়েও তোমার এমন দুর্ভোগ। মনে বড় ব্যথা জাগল। [ঘরের কলিং-বেল বেজে উঠল, মানবী কলিং-বেলের দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল।] আচ্ছা আনন্দ। আর এক সময় সব খেদ বিনিময় হবে। কে আমায় আবার ডাকাডাকি সুরু করেছে। আচ্ছা ফোন এবার রাখলুম আনন্দ, হাঁ নমস্কার। [ফোন নামিয়ে রেখে মানবী এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল।]

[ফের কলিং বেল বেজে উঠল। নতুন কি বিপদ ঘনাল জানার জন্যে সে ছুটে এসে দরজা খুলল।

ফ্লাটের ভাড়া আদায়কারী লোচন পাড়ুই ঘরের মধ্যে সরাসরি ঢুকল। বয়স পঞ্চাশ। বগলে ছাতা, হাতে বাড়ী-ভাড়ার বিল বই। মাথায় টাক। কানের ছিদ্রে বড় বড় চুল। বোতাম ছেঁড়া ফতুয়ার ফাঁকে বুকের লোমরাজি বেরিয়ে পড়েছে। মোটা ধুতি উঁচু করে পরা। হাতের আঙুল বেঁটে। বাহু শক্ত সুপুষ্ট। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মানবী দূরে সরে দাঁড়াল। একবার ভাবল বসার জন্য অনুরোধ করবে কিন্তু বসতে বলতে সাহস হল না। যতোক্ষণ বসবে ততোক্ষন ধমকাবে চমকাবে এ আশঙ্কা তার অমূলক নয়।]

লোচন—আজ অক্টোবর মাসের দশ দিন কেটে যাচ্ছে। আজো ভাড়া দিলে না। আমি আর কতো হাঁটাহাঁটি করব? [কোন কারণে মানবীর কাছে লোচনের কৃতজ্ঞ হতে হয় কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার জন্যে অচিরাৎ তার যে অনুশোচনা জাগে তার তাপ নিঃশব্দে লোচনের কণ্ঠে আজো জেগে আছে।]

মানবী—[কাঁপা গলায়।] দিন সাতেকের মধ্যে টাকা দেব। এই ক'টাদিন মাত্র আপনাকে দেরি করতে বলচি।

লোচন—[কথা শুনে খুব আনন্দিত হল বলে মনে হল।] সাতদিন সময় চাও? তা বেশ কিন্তু পাঁচদিন গেলেই আমি তোমার নামে আদালতে নালিশ করব। এভিনিউ থেকে এ ফ্লাট তিন শ ফুট দূরে মাত্র। নতুন বাড়ীভাড়ার আইনে এ ফ্লাটের প্রতি বর্গ ফুটের ভাড়া অনেক বেশী। তুমি অনেক কম দাও। যাক এবার তবে নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে আমি বেশী ভাড়া নিতে পারব।

মানবী—[ভয় পেল।] সাতদিনের মধ্যেই বাড়ীভাড়ার টাকা শোধ করব আমি। আমার নামে কেন নালিশ করবেন? আমি এ ফ্লাটের ন্যায্য ভাড়াই আপনাদের দিচ্ছি।

লোচন—[গবজ্জ করে সমুখের গদী আঁটা টুলখানি টেনে নিয়ে বসে পড়ল।] তুমি এ বাড়ী আসার পর থেকে আমাদের ঝাড়ুদারের কাজ অনেক বেড়েছে। সারারাত দারোয়ানকে সদর দরজা খোলা রাখতে হয়।

মানবী—আমার আসার পর এ ফ্লাটের অনেক হাঁকডাক বেড়েছে। যা আপনারা ভাড়া চেয়েছেন সেই ভাড়াতেই বহু লোক রাজী হয়ে গেছে।

লোচন—এমন সুন্দর ফ্লাট সারা কোলকাতায় আর একটিও নেই। ফ্লাটের গুণেই লোক পাগল।

মানবী—কোলকাতার সারা ফ্লাটে আমি বাস করি না এ সত্যটা ভুলে যাচ্ছেন কেন লোচনবাবু? অন্তত এ বুঝে আমার ভাড়া আপনাদের একদম নিতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল। শুধু তাই নয় আপনাদের এস্টেটের সব ক'টি ফ্লাটে বেশী মুনাফা আপনাদের হাতে গুজে দিয়ে আজ এখানে লোক গিজ গিজ করছে। আমি যখন ফ্লাটের বাইরে বেরুই তখন সারা ফ্লাট ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক'দিন আগেও পুলিশ এসে ফ্লাটের দরজার ভিড় হটাতো। তা-কি আপনি জানেন না?

লোচন—এতোই যদি ভিড়ের কথা তুললে তবে আমিও বলব তবে কেন তোমার হাতে টাকার ভিড় হয়নি? এতো টাকা রোজগার করলে সে সব গেল কোথায়? এদিকে তো মাথায় সিঁদুর

ফোঁটাও ওঠেনি আজো। স্বামী পুত্রের জন্যেও তো ঢালনি এক পয়সা।

মানবী—আপনিও আমায় কটু কথা বলচেন ?

লোচন—কেন বলব না ? আমার মেয়ে কাবেরীর চাকরি করে দিয়েচ বলে ? মেয়ের চাকরি না হলে আমার ভালো ছিল। কাবেরী চাকরি না পেলে পুরোপুরি ঘরে থাকত। তোমার সুপারিশের লোক বলে তাকে অপিসে কোন কাজ করতে হয় না। সে অপিসের বাবুর সাথে অপিসের বাইরে বেশী কাজ করে। এতোই তার কাজের চাপ অধিকাংশ দিনই সে রাতে ঘরে ফেরার সময় পায় না। এই উপকারই তো তুমি আমার করেচ।

মানবী—উপকার কম হল কিসে ? মেয়ের বিয়ে হলে সে তো শশুরবাড়ী থাকত। বিয়ে যখন দেননি তখন তার চাকরির পয়সা খাচ্চেন এ অস্বীকার করচেন কেন ?

লোচন—চাকরির পয়সা ? ও আবার চাকরি নাকি ? যেমন তুমি তেমনি তো আমার মেয়ে হবে। ছি ছি ডাগর মেয়ে ও টাকা ঘরে বসেই আয় করতে পারে। কিন্তু সে সমাজের বাসিন্দা তো আমি নই। মদ খেয়ে মেয়ে আমার রোজ ঘরে ফেরে তার মা'র মুখে লাথি ঝাঁটা মারে। যা খুশি মুখে বলে। লেখাপড়া শিখিয়ে এই তো আমার ফল লাভ হল।

মানবী—বিয়ে দেননি কেন ? বিয়ে দেন। সব শুধরে যাবে। একবার মা হলে সব মানিয়ে চলবে।

লোচন—[উত্তেজিত কণ্ঠে।] একবার মা মানে ? [থমকে।] না থাক সে কথা। তোমার আদর্শ-ই তো সে মুখে মাখবে।

মানবী—লোচনবাবু, বাড়ীভাড়ার জন্যে আদালতের সমন পাঠিয়ে দেবেন সেই ভালো। এসব আমি ঘৃণা করি।

লোচন—ঘেন্না থাকলে এ পথে কি পা বাড়াতে?

মানবী—সতীপনা দেখানো আমার ন্যাকামী তা আমি জানি। আমার হাত-পা গুলো নাচলেও আমার মন কখনো নাচেনি।

লোচন—মা-বাবার কাছে বাস করনা কেন?

মানবী—মা-বাবা আমার নেই। একবার নটী হয়েচি গঙ্গায় ডুব দিয়েও নাম ঘোচাতে পারব? যাক ক'দিন তবে আমি সময় পেলুম?

লোচন—মনে হয় সাত মিনিটও নয়। এখুনি টের পাবে। আচ্ছা আমি যাই এবার। [ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

[কলিং-বেলে সাড়া জাগিয়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকল। শশাঙ্কর বয়স ত্রিশ। রেশমী সার্ট আর ফিনফিনে ধুতি শরীরের সাথে মিলমিশ করতে পারছে না। রোগাটে শীর্ণ দেহ। হাতে আংটি গলায় সোনার হার। হাতের তাগায় পাঁচটি ছোট ছোট মাদুলী। কণ্ঠীর হাড় বেরুনো। চোয়ালের হাড় সমুখ দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গাল তোবড়ান। পায়ের আঙুলগুলো বাঁকাচোরা। বাঁ হাত কনিষ্ঠ আঙুল বিহীন, হাড় সর্বস্ব হাতের আঙুলের গাঁটের উপর লোমগুচ্ছ। মাথার মাঝখানে টাক পড়ে গেছে। বাঁ সিঁথির চুলগুলো টেনে টেনে টাক ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। মড়ার খুলির গহ্বরের মতো চোখদু'টি কোটরে বিরল হয়ে গেছে। ভ্রুর লেশমাত্র চিহ্ন নেই। কপালের ত্বক ঝুলে পড়েছে। কব্জিতে বিশ প্যাচে জড়ানো সোনার চেন বাঁধা হাত ঘড়ি। হাত ওঠানামার সাথে ঝন ঝন করে চেন বেজে উঠছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে শশাঙ্ক যেন তার নিজের ঘর মনে করে মানবীর পালঙ্কের উপর ঝপ করে বসে পড়ল।

দুর্জয় এস্টেটের মালিক শশাঙ্ক। ভূতপূর্ব মানবী তার কাছে আজো অভূতপূর্ব। তাকে বসতে দেখে ত্রাসে মানবী সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগল। শশাঙ্ক একখানি দলিল বের করল।]

শশাঙ্ক—উকিল এই দলিল লিখে দিল। তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বাড়ীখানি নকুলের হাত থেকে পুনরুদ্ধার আমি করবই। এটুকু উপকার না করলে আমি আর মানুষ কিসে?

মানবী—[শশাঙ্কর কথায় চমকে উঠল।] বাড়ী উদ্ধার করার জন্য মামলা করব কে তোমাকে বলল?

শশাঙ্ক—সে বাড়ী আমিই বা ছেড়ে দেব কেন?

মানবী—[অধৈয] দলিল কি জন্যে?

শশাঙ্ক—[প্রশান্তচিত্তে।] তোমাকে ভোগ করব আমি আর তোমার বাড়ীতে বাস করবে নকুল?

মানবী—তার মানে?

শশাঙ্ক—অনেককে স্বামী বানিয়ে ও বাড়ী হাতিয়েছিলে আজ একজনকে স্বামী বানালে তুমি অসতী হয়ে যাবে?

মানবী—[সুস্থ মনে।] আমার রূপের জন্যে আমাকে এতোটুকু শ্রম করতে হয়নি তারি মোহের খেসারতে আমি নকুলের বাড়ী ভোগ করব কেন? আমি বুঝেই নকুলকে বাড়ী ফেরত দিয়েচি।

শশাঙ্ক—তোমার দেহটা আমাকে বন্ধক না দিলে আমিই বা কোন ভরসায় তোমার মামলার দু'হাজার টাকা খরচ করব? এ ছাড়া বন্ধক দেবার মত আর মূল্যবান কিছু তো তোমার এখন নেই।

মানবী—আমার বাড়ী দরকার নেই। নিজেকে বন্ধকও দিতে চাই না। তুমি এখন যাও।

শশাঙ্ক—তা হলে তুমি আজি ভাড়া মিটিয়ে এ ফ্লাট ছেড়ে দাও। [পকেট থেকে হুইস্কি বের করে পান করল।] মদ খেলে পাপ হয় ?

মানবী—না খেলেও পুণ্যি হয় না।

শশাঙ্ক—তবে তুমি খাও না কেন ?

মানবী—তুমি খাও বলে।

শশাঙ্ক—কিন্তু আমার মনকে তুমি রাতদিন মাতিয়ে তাতিয়ে রাখবে এ তোমার কোন কুমারীব্রত ? সব তোমার মিথ্যে কথা। নাও সই কর। [হঠাৎ সে পকেট থেকে পিস্তল বের করে উঁচু করে ধরল।]

মানবী—[মানবী ডান হাত দিয়ে বুকের ব্লাউজটির এক থাবলা পর্দা টেনে উপড়ে নিয়ে খোলা বুকখানি শশাঙ্কর সমুখে বিস্তার করে ধরল। শান্ত স্বরে বলল।] গুলি করবে তো ঠিক এই বুকের মাঝখানে কর। এখানে আঘাত করলে খুব তাড়াতাড়ি আমি শান্তি পাব। তোমার তো জানা আছে বাথরুমের পেছনের দরজা খুললে স্পাইরাল সিঁড়ি। তুমি ঠিক মতো পালিয়ে না গেলে আমি লজ্জায় মরে যাব। শেষকালে লোকে জানবে আমি সতীত্ব বাঁচাতে গিয়ে তোমার মত সজ্জন লোকের গুলিতে মারা গেছি। এর থেকে বড় লজ্জা আমার আর কিছু নেই।

[শশাঙ্ক পিস্তল পকেটে রেখে মানবীর নগ্ন বুকখানির প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।]

মানবী—[ফোনের কাছে এলো।] হ্যালো ? হাঁ আমি মানবী দেবী কথা বলচি। আমি আজই কোলকাতা ছেড়ে চলে যাব।

আপনাদের জিনিষ আপনারা আজি ফেরত নিযে যান। কি বললেন? আসচেন? আচ্ছা। হাঁ তা হলে আর দেবি করবেন না। নমস্কার।

[ফোনের বক্তব্য শুনে শশাঙ্ক স্বস্তি বোধ করল। ভেবেছিল থানাকে ডাকবে। তবু শশাঙ্ক হাঁপাতে লাগল।]

শশাঙ্ক—আজি তুমি কোথায় চলে যাবে?

মানবী—তোমার ফ্লাটের বাইরে। অবশ্য তোমার দেনা শোধ করে। বড় ভাড়াটে আসবে তোমার মাথা ব্যথা ছাড়বে।

শশাঙ্ক—[হতাশ হয়ে পড়ল] ভাড়া তুমি না দিলেও তা আর চাইব না।

মানবী—তোমার ভাড়ার টাকা আমি শোধ করে এখুনি দেব। হয়তো [মনে মনে কি হিসেব করে অস্থির হল।] পারবো না। কিন্তু আমি আপ্রান চেষ্টা করব ঠিক। হাঁ, ভগবান টাকা না থাকলে মানুষের মান ইজ্জত কি ভাবে বিপর্যস্ত হয় তা জীবনে এতো মর্মান্তিক ভাবে আগে কোনদিন বুঝিনি।

শশাঙ্ক—টাকা হাতে পেয়েও তুমি নেবে না তোমার দুঃখ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে না তো কার দুঃখ চিরস্থায়ী হবে বল? এখনো তোমার যা প্রতিভা আছে তাতে অনেক অর্থ তুমি হাতে পেতে পার।

মানবী—নাচ ছেড়ে দিয়েচি আর কখনো ও পথ ধরব না। নেচে কখনো ভগবানের কাছে পৌছান যায় না।

শশাঙ্ক—[মানবীর কণ্ঠস্বরের কমনীয়তা অনুভব করে সোল্লাসে।] তোমার দেহটাই তো একটা মস্ত বড় প্রতিভা।

মানবী—আমার প্রতিভার আগুনে তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেচে সে ছাই আমার বুকের মধ্যে জমাট হয়ে আছে। আর না।

শশাঙ্ক—আসলে তুমি নিজেকে সতী মেয়ে বলে যতোই জাহির কর না কেন, তুমি উন্মাদ রোগী ছাড়া আর কিছু নও। তোমার রোগ আমি সারাতে পারি কিন্তু সে সুযোগ আর আমাকে দিলে কই। ভেবেছিলুম তোমার বাড়ী হাতে পেলে আমার দু'খানি দিয়ে মোট তিনখানি বাড়ীর মালিক হব। সুখে স্বচ্ছন্দে শেষের ক'টা দিন কাটবে। তুমি মদ খাও না। পুরুষ মানুষ চাও না। এ পৃথিবীতে এসে তবে চাইলেই বা কি ?

মানবী—মদ আর যৌন জীবন মানুষের একমাত্র জীবন নয়। যৌন জীবনের প্রয়োজন আজ আমার জীবনে একদম নেই। এ আমার বিকার নয়। এ হলো আমার জীবন বেদের মর্ম কথা। অতি-মানসিক চেতনার প্রথম সোপানে এসে আমি দাঁড়িয়েছি। আমার সমুখে আরো ক'টা সিঁড়ি রয়েছে অধিরোহণ করার জন্যে। আমি বুঝতে পেরেছি মনের আদি অন্ত। মন-যবনিকা সরাতেই আমার দু'বাহু ছুঁয়েছে সোনার সোপান। এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তোমাদের সাথে কথা বলচি। আমার আরো ক'টা সিঁড়ি উঠতেই হবে। আমার সময় নেই।

শশাঙ্ক—অতিমানসিক চেতনায় বিভোর হওয়া মানে তো নার্ভের জিমনাস্টিক দেখানো। অমন ভাব সমাধিগ্রস্ত বহু বুজরুককে সেবাদাসীর বুকের উপর আমরা দিনরাত পড়ে থাকতে দেখচি। তুমিও শেষবেশ তাই হলে ? সুস্থ জীবের অনিবার্য ক্ষুধাকে তুমি কি হঠাতে পারবে মানবী ?

মানবী—ও ক্ষুধা নির্বাসনের পথ আমি পেয়েছি। [দৃঢ় কণ্ঠে] আমার একলা থাকার অধিকারও কি তুমি কেড়ে নেবে ?

শশাঙ্ক—[চম্‌কে উঠল।] আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কিন্তু আর একবার আসব। এরি মধ্যে তুমি তোমার মন স্থির করে নিয়ো। জীবনটা

একটা মেলোড্রামা নয় মানবী। এর বাস্তবতা বড়ো রুক্ষ। [কথাটা শেষ হতে শশাঙ্ক গভীর শোকাচ্ছন্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

[মানবী পালঙ্কের বিছানাপত্র তাড়াতাড়ি হোল্ড-অলে পুরে ফেলল। ড্রেসিংটেবিল থেকে যাবতীয় প্রসাধন শিশি কোটো বড় একটা ছুটকেসে পুরল। জামা শাড়ী আলনা থেকে নিয়ে গুছিয়ে ট্রাঙ্কে ভরল। চায়ের সরঞ্জাম প্লেট হাঁড়ি কড়াই বাসনপত্তর একটা বেতের বাক্সে বোঝাই করল। দেয়াল থেকে ফোটোগুলো পর্যন্ত সে এরি মধ্যে খুলে নিল। পুরোনো জুতোগুলো একটা থলির মধ্যে ঠেলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটু আগের সাজানো গোছানো ঘরখানি একেবারে শূন্য খা খা করতে লাগল।

কলিং-বেল বেজে উঠতে মানবী ধড়ফড়িয়ে জানালার পর্দা থেকে ছুটে এলো।

দরজা খুলতে নটরাজ এসে ঘরে ঢুকল।

নটরাজ ফার্ণিচারের মালিক। বড় রাস্তার উপর তার চোক ধাঁধানো দোকান।

নটরাজ পালিশ মিস্ত্রী ছিল এখন তাকে পালিশ করতে বিশজন লোক ছুটে আসে। এরি মধ্যে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছে কিন্তু পয়সা হাত ছাড়া করতে চায় না, তার চেয়ে তার প্রাণও যদি হাত ছাড়া হয় তাতেও নাকি মুনাফা আছে।

নটরাজের বয়স চল্লিশ। খবর শুনে সে থ হয়ে গেছে। মানবী তার দোকান থেকে আসবাব ভাড়া নিয়ে ঘর

সাজিয়েছিল। মাসে মাসে ভাড়া দিত। একটু আগে সে সব আসবাব ফেরত দেবে বলে খবর পাঠিয়েছে। মানবীর অবস্থা যতোই খারাপ হোক কিছু টাকা তার হাতে এতোদিন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে টাকা গেল কোথায়? মদ খায় না, ঘোড়ায় চড়ে না, টেনিস খেলে না, সিগারেট ছোঁয় না, চিড়ে মুড়িতে জলযোগ সারে সে টাকা লুকালো কোথায়?

হাতের শীর্ণ আঙুল ক'টি দিয়ে নটরাজ তার বাবরি চুলের মধ্যে কি যেন হঠাৎ খুঁজল। মুখে কথা সরল না।

বাঁধাছাঁদা মোটঘাট দেখে তার শোক উথলে উঠল। ধনুকের মতো বাঁকানো দেহটাকে আরও একটু বাঁকিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল।]

নটরাজ—এ ফার্ণিচার আমি ফেরত নেব না।

মানবী—[অবাক হল] ফেরত না নিলে এ গুলো থাকবে কোথায়? এখুনি তো আমি ফ্লাট ছেড়ে দিচ্চি।

নটরাজ—[চোখে মুখে রক্ত দেখা দিল।] যেখানে যাবে সেখানে তোমার এ সব পৌঁছে দেব। এ সব পুরোনো ভাবলে নতুন ডিজাইন পাঠাব। চিরকালের জন্যে তো কোন দরবারে গিয়ে বাসিন্দা হচ্চো না।

মানবী—[কাতর স্বরে।] না নটরাজ আমি কোন রাজবাড়ী যাচ্চি নে।

নটরাজ—[আহ্লাদে।] নতুন কোয়াটারে চললে বুঝি? সেই ভালো। মাঝে মাঝে ফ্লাট বদলালে কদর হয় দাম বাড়ে। দোর জানালার পর্দা আর ফার্ণিচারও পালটাতে হয়। জানি বলেই ঘাবড়াইনি। একবার ভাবলুম টাকা অভাবে কি তুমি এ সব ফেরত দিচ্চো কিন্তু তাই বা সত্যি বলে মানব কেন। সন্দেহটা

সাথে সাথে তাড়িয়ে দিলুম। উন্নতির পথে চলেচো দেখে সত্যিই সুখী হলুম। যাক তোমার ঠিকানাটা দাও লরী নীচে দাঁড়িয়ে আছে এ গুলো তুলে নিয়ে যাক। ফর্দটা দাও কি কি যাবে সে গুলো আমি নিজে দেখে শুনে এখুনি তোমার বাসায় পাঠিয়ে দেব।

মানবী—এ সব কি বাজে বকচো নটরাজ। আবার এক বোঝা কাঠ তক্তা কোথায় পাঠাবে? আর দেরি কোর না এখুনি কুলিদের ডেকে এ গুলো তুলে নাও। যাবার সময় পিয়ানোটা এভিনিউর সিমফোনিতে নামিয়ে দিয়ে যেও। ফার্নিচারের ভাড়ার টাকাটা শীঘ্র তোমায় পাঠাব।

নটরাজ—কিন্তু কোথায় ঘর পেলে সে সব কথা তো কিছু বলচো না।

মানবী—কোথাও ঘর নিই নি তাই সে কথা কি বলব বল?

নটরাজ—তবে এখন রওনা হচ্চো কোথায়?

মানবী—তাও জানি নে।

নটরাজ—ও সব নাচের ভাষা এখন ছেড়ে দাও। আসলে কি ঘটেছে তাই খুলে বল। কারু সাথে ঝগড়াঝাটি করেচো? ঝগড়া-ঝাটি কে তোমার সাথে করতে আর সাহসী হবে। সবাই তোমার সাথে তো মিলমিশ বজায় রাখতেই চায়।

মানবী—মিলমিশ কমাবার জন্যেই তো এ স্থান ছেড়ে চলে যেতে চাই। তাড়াতাড়ি এ গুলো বের করে নাও।

নটরাজ—তোমার মতলব বোঝা ভার। কাউকে বিয়ে করেচ নাকি? লুকিয়ে ছাপিয়ে এমন কিছু একটা ঘটাবে তা আমি জানতুম। আইবুড়ো হয়ে আর কতোকাল কাটান যায়। যাক ভালোই হল।

মানবী—কি সব বাজে বকচো।

নটবাজ—[চোখ ছল ছল কবে এলো।] তুমি যে এমন হঠাৎ পাগল হয়ে যাবে তা বুঝতে পাবিনি। কোথাও যেও না।

মানবী—যাব সোজা যমালয়ে। সেখানে গিয়ে যমবাজকে পাঠিয়ে দেব তোমাদেব মুণ্ডপাত কবাব জন্যে।

নটবাজ—যমবাজ তোমাকে পেলে আব এক পাও নড়বে না। তখনি তোমাকে বিয়ে কবে আমোদ আহ্লাদে ডুবে যাবে। তোমাব একটা উপায় হবে। পাগল হবাব থেকে ভালো।।

মানবী—[উদাস হয়ে] ও উপায় আমি চাইনে নটবাজ। তুমি ভাবচো অতিমানসিক চেতনা পেয়ে আমি পাগল হয়ে গেছি। না তা কখনও নয়। এই জগত, সংসাব, তোমবা ঠিক এই বকমই আমায় ঘিবে থাকবে। আমাব এই হাত নাক কান চোখ শিল্প সংস্কৃতিব শুধু আমূল রূপান্তব ঘটবে। আমাব হাত দিয়ে তখন আর এটম বোম তোমাদেব মাথায় ছোঁড়া যাবে না। মানুষ মবলেই তো স্বর্গ পাবে, পাপ কবলে মঠ মন্দিবে জবিমানা দিলে ছাড়পত্র পাবে এই তো তুমি জান? এব জন্যে তাব অতিমানসিক চেতনা জাগিয়ে লাভ কি এই তো বলবে? বুঝেচ, এই জড় প্রাণ নিষ্ক্রিয় সক্রিয় জীবজগতে একদিন মনেব সূচনা যে ভাবে সম্ভব হল ঠিক সেই ভাবেই তো মনেব পর্দায় অতিমনেব সূর্যোদয় ঘটবে। ভয় নেই আমি তুমি থাকব, শুধু একটা হার্মনি শব্দে দু'জনে বাধা পড়ব। কারু উপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ব না। এমন জগত কি তোমার পছন্দ নয়? সব ভালো লোকই তো এই চায়, কিন্তু অতিমনে পৌছানোব সোজা পথ তো সেদিন মাত্র পাওয়া গেল। অতিমন ছাড়া এই বাদ প্রতিবাদের জগতে সিনথিসিস তো কেউ খুঁজে পাব না [কথা শেষ হতে মানবী জানালাব কাছে গিয়ে বাইবে দৃষ্টি মেলল।] তোমাকে অনেকক্ষণ অনর্থক

বসিয়ে রাখলুম। যাও লোকদের ডেকে আন। আমি পাগল সত্যিই নয়।

[সাড়া-শব্দ জাগিয়ে মানবীর মুখের শান্ত শ্রীর রদ-বদল ঘটাতে নটরাজ অভিলাষ করল না। কিছুক্ষণ হা করে বসে থেকে তার কুলিদের ডেকে আসবাবগুলো লরীতে নিয়ে তুললো। পিয়ানোটাও তারা নিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরুবার সময় নটরাজ বিনত হয়ে বলল।]

নটরাজ—নোতুন বাসার ঠিকানাটা দিযো। আমি এবার চললুম। নমস্কার।

নটরাজ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে মানবী শূন্য ঘরখানির হতাশ অবস্থাটা নিজের শূন্য বুকখানির উপর তুলে নিল।

কলিং-বেল বেজে উঠে ফের তার চিন্তার তার ছিঁড়ে দিল। নিজেকে শান্ত করে দরজা খুলল।

ঘরের মধ্যে স্নেহাশীষ ডেয়ারীর মালিক দয়াল এসে ঢুকল। তার চোখে সোনার ফ্রেমে চশমা। গায়ে আর্দির পাঞ্জাবী। পাঁচ আঙুলে আংটি। জামায় সোনার বোতাম। চকচকে জুতো মসমসিয়ে সে ঘরের মাঝখান অবধি ঠেলে এলো। ঘরের কোনো আসবাব তাকে বাধা দিতে আর ঘরে নেই।

দয়ালের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট। বয়স ত্রিশ। পাতলা ঠোঁট। বিরল ভ্রু। কানের ঝুলানো প্রান্ত ঘাড়ের সাথে গাঁথা। কৃষ্ণ কেশগুলি পরিপাটি করে সাজানো। সুপুরুষ না হলেও বলিষ্ট পুরুষ বলে দয়াল গর্ব করতে পারে। হাতের ফুল আঁকা

ঝুলানো থলির মধ্যে তার ডেয়ারীর মাখনের টিন। টিনটি বের করে হাতে নিয়ে বলল।]

দয়াল—নমস্কার। আমার স্নেহাশীষ ডেয়ারীর এই মাখনটুকু নিন।

[মানবীর দেহ মন বিরক্তিতে ভরে গেল।]

মানবী—ধন্যবাদ। আমার পয়সা-ই নেই কোন কিছু কেনা-কাটার।

দয়াল—[বিনয়ের অবতার হয়ে।] এটা আমি আপনাকে উপহার দিতে এনেচি। মেঘমল্লার থেকে আনন্দ আমাকে ফোনে অনেক কথা বলেচে। এই নিন টাকাটা। [দয়াল ছোট এক বাণ্ডিল টাকাও মানবীর দিকে এগিয়ে ধরল।] আনন্দ আমার বন্ধু।

মানবী—আপনি আনন্দের বন্ধু!

দয়াল—এই নিন টিনটি আর এই টাকা।

মানবী—কেন ছাইভস্ম খেতে দিয়ে মারতে চান?

দয়াল—ছাইভস্ম? কে বলল?

মানবী—আপনি আনন্দের বন্ধু বললেন না? অভিবাদন জানিয়ে উপহার দিলেই হল? যান টিনটি ডাস্টবিনে ফেলে দিন। কাউকে দিয়ে তার শরীর অসুস্থ করার চেষ্টা করবেন না।

দয়াল—[দয়াল গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। বসার কোন উপকরণ ঘরের মধ্যে নেই। মেঝেতে বসে পড়তে পারলে সে একটু সুস্থ বোধ করত। কিন্তু মানবীর চোখ মুখ ও কণ্ঠস্বরের তীব্রতা দেখে সে বসতে সাহসী হল না। কোন মতে বলে চলল।] আমি সব শিল্পীর শুভেচ্ছা পেয়েছি, শুধু আপনারটাই বাকী। আর এইটিই হল আসল। তারা সুন্দরী বটে কিন্তু আপনার মতো

দীপ্তিময়ী নয়। আপনাব শুভেচ্ছা পেলেই আমার আসল পাওযা হবে।

মানবী—[সারা শবীর বিষিযে উঠল যেন।] বিজ্ঞানীদেব কাছে গিয়ে শুভেচ্ছা ভিক্ষা করুন। তারা ল্যাবরেটরিতে যাচাই করে তবে শুভেচ্ছা দেবে। আমি তো বিজ্ঞানী নই। আমার সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই শুধু লোকদেব ভুল পথে নিযে যাবে।

দয়াল—আপনার গুনমুগ্ধের সংখ্যা তিন কোটী ষাট লাখ। অন্ততঃ ষাট লাখ লোক যদি চার টাকার টিন বছরে ভুল করে একবারও কেনে তা হলেও মুনাফার পুরো এক কোটী টাকা গাঁটে আমি তুলতে পারব।

মানবী—এই বিষ মেশানো মাখন বেচে?

দয়াল -বিষ আমি কখনো মেশাইনে। বিষের অনেক দাম।

মানবী—তবে বিষের থেকেও সাংঘাতিক কিছু মেশান বুঝি, যা মানুষকে তিল তিল করে মারতে পারে? ঠাণ্ডা এটম?

দয়াল—না না এতো অসাধু আমি নই। নেতারা চোখ খুলে আছে।

মানবী—[চমকে উঠল।] নেতা? আমাদের তো কোন নেতা নেই। তবে ক'জনকে ভগবান বানিযে রেখেছি ঠিক। তারা মাঠে ডেকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কাজের শক্তি মাটি করে দেয়। তাই তো আমরা খাবারে ওষুধে ভেজাল দিই। কোন সভ্য দেশে আজো আমাদের মতো ঠাণ্ডা এটম চালু হয়নি। অন্য দেশে নেতারা পথে বেরুলে নাগরিক কাজকর্ম ইস্তফা দিয়ে পথের ধুলোয় এসে গড়াগড়ি দেয় না। তারা খাবারে ওষুধে ভেজালও দেয় না। ইতিহাসের পাতার উপর আমাদের মতো কালির দোয়াতও উপুড় করে না।

দয়াল—আমি তো আর্ত সেবায় মোটা টাকা দিই। ইতিহাসে সেটাও তো লেখা হবে।

মানবী—হাঁ নিশ্চয়ই লেখা হবে আর্তকে তাড়াতাড়ি মারার জন্যে আপনি এটম গোলা ক্ষীরপুকুরও দান করেছেন।

দয়াল—[আরও এক বাণ্ডিল টাকা মোট দু'বাণ্ডিল মানবীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল।] শুনলুম এ জীবনের সব শিল্পকলা যৌন বিকার এই ব্যামো মাথায় ঢুকতে আপনি নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাহারে হত্যা করছেন। কিছু বেশী টাকা দিতে আনন্দই বারবার বলল। তাই দিচ্চি। নিন। এ অবস্থায় কাজে লাগবে।

মানবী—[কণ্ঠস্বর নরম কোমল।] আমি তো যৌন জীবন ঘৃণা করিনি। আমি চাই ভালোবাসার মধ্যে ভাগবত দর্শনের ময়াম। আপনার ভেজাল মাখনের ময়াম নয়। [হঠাৎ একটু ভাবাপ্লুত হয়ে।] আপনার জীবনাদর্শ হল ভেজাল দিয়ে লোক মারা। কিছুকাল আগে আমার নাচের লক্ষ্য ছিল যৌন ক্ষুধা দর্শকের মনে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়া। মন্দির দুয়ারে আমি যখন নাচতুম তখন প্রতিবারেই আমার মনিব আমাকে ভর্ৎসনা করে বলত, আমার নাচ কারু মনে উত্তেজনা জাগাচ্চে না। ফের সে বলত, আমার দর্শকেরা তো আর দেবতা নয়, তারা মানুষ, মানুষ উত্তেজনা ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না। উত্তেজনা রহিত হলে সে তার দেহের তাপ হারিয়ে ফেলে। তার জীবনরশ্মি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দেবতা পাথরের মূর্তি। মানুষের কল্পনায় সে বাঁচে মরে। দেবতার ভোজ্য মানুষের খাদ্য নয়। মনিবের এই কথা শুনে আমি ভেবে ভেবে আকুল হতুম।

পরবর্তী নৃত্যে মানুষের খাদ্য বিতরণ করতুম। দর্শকজন তারিফ করত। কাগজে আমার নাচকে কেন্দ্র করে আনন্দ সানাইতে পোঁ ধরত। কাগজগুলো আমায় দেবী দেবী বলে আমার মাথা খেয়েচে। আমায় মাফ করুন আপনার উপহার নেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

দয়াল—আনন্দের ফোন পেয়ে বড় আশা করে এলুম একটা শুভেচ্ছা পাব বলে।

মানবী—ভেজাল শিল্প সংস্কৃতি, ভেজাল খাদ্য আমার শুভেচ্ছা পাবে না কিছুতেই। বললুম তো। আনন্দকে বলবেন সে আমার মঙ্গলের জন্য আর যেন ছটফট না করে।

দয়াল—[মুখখানি মলিন করে।] তা হলে ব্যর্থ হব ?

মানবী—আপনাকে সার্থক করে ভাই বোনের মৃত্যুর কারণ হব এই চান আপনি ?

দয়াল—বেশ তবে টাকাগুলো নিন এটা তো নকল নয়।

মানবী—আমি তো আর্ত নই।

দয়াল—কৃচ্ছ্র সাধনাই তো করচেন।

মানবী—সে যৌননৃত্যে উন্মাদ হব না বলে। সে ভেজাল সংস্কৃতি বেচবো না বলে।

দয়াল—মানুষের গড়া শিল্প সংস্কৃতি সব যৌন বিকার ? দেখচি আপনার সত্যিই কঠিন ব্যামো। তবে কি বলতে চান দেশের সব লোক কানা ?

[মানবীর চোখদু'টি দপ করে জ্বলে উঠল।]

মানবী—আমাদের এম-পি-রা সিনথিসিস দেখতে পায় না। কারণ তাদের অতিমানসিক চেতনা লাভ ঘটেনি। তারা এখন থিসিস আর

এ্যান্টিথিসিস নিয়ে বিব্রত। কোন প্লান চালু করলে তার ভালো অথবা মন্দ ফল দেখা দিচ্ছে। সব নাগরিক তাতে সুখী হতে পারচে না। অভাব অনটন থেকেই যাচ্ছে। এম-পি-রা গলদঘর্ম হচ্চে। কিন্তু অতিমানসিক চেতনা হাতে পেলে তারা যে প্লানই চালু করুক না কেন তার ফল ষোল আনা শুভ হবে। মন ষোল আনা শুভ দেখতে পায় না। কাজকর্মের দু'আনা আট আনা, হয়তো আর কিছু বেশী শুভ ফল ভাগ্যে জোটে। কারু তাও জোটে না। মন সামগ্রিক সত্য দেখতে পায় না। সত্যের শুভের খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত অংশ তার সমুখে ভাসে। মনের ভিত্তি হল যুক্তি অনুমান আর বুদ্ধি। জন্তু বুদ্ধি পেলেই মানুষ হয়। বুদ্ধিমান তাই আমরা নিজেদের বলি। আমরা কি করে সবার উপরে মানুষ সত্য এ কথা মানতে পারি ? মানতে পারি মানুষের উপরে দেবতা-ই সত্য। এই দেবতা না হওয়া পর্যন্ত মানুষ অপূর্ণ। সে অখণ্ড সামগ্রিক সত্য আর ষোল আনা শুভ ফল তাই হাত করতে পারচে না। ফলে জগতে শান্তি সাম্য আসতে দেরি হচ্চে। দেবতারা পূর্ণ সত্য নির্ভেজাল শুভ হাত করতে পেরেচে। কারণ অতিমানসিক চেতনা পেতেই তো তারা দেবতা বনল। ঠাকুর ঘরে উপাসনা করে আমরা যে দেবতাকে ডাকাডাকি করি তিনি আমাদের ভাব সমাধির সময়টুকুতেই শুধু ধরা দেন। সে দেবতার পরশ সান্নিধ্য আমরা দেহ মনে স্থায়ী করে ধরে রাখতে পারিনে। পারলে আমাদের কাজকর্ম চিন্তা ভাবনা আমাদের ভর করে দেবতাই সমাধা করে দিতেন। তখন এ হাত চুরি করত না, মুখে মিছে কথা বেরুতো না। বুদ্ধি ভুল করতো না। এম-পি-রা অতি মানসিক চেতনা পেলে আর আপনার ভেজাল কারবার

চালাতে হবে না। তারা কানা কিনা তা নিজেই তখন টের পাবেন।

দয়াল—মানুষ দেবতা হবে ও সব আজগুবি কথা ছেড়ে দিন।

মানবী—জলের পোকা মানুষ হল। মানুষ-ই তো আজ দেবতা হবে।

[মানবী বেরুবার দরজা খুলে ধরল। দয়াল মানবীর কণ্ঠস্বর ও চোখ মুখের দিকে চেয়ে শুধু দু'টি কথা বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।]

দয়াল—আচ্ছা আসুক সেদিন। নমস্কার।

মানবী—নমস্কার।

[মানবী জানালার ধারে এসে নীরবে দাঁড়াল। আবার কলিং-বেল বেজে উঠল। না আজ সকাল থেকে সে আর নিরিবিলি মুহূর্ত পেল না। দরজা খুলে ধরতে হেমন্ত ঘরে ঢুকল।

হেমন্তের পরনে প্যাণ্ট, গায়ে পাঁচমিশেলী ছিটের কামিজ। মাথায় টুপি। কাঁধে ঝোলা। পায়ে ঘুঙুর। চোখ মুখ রোদ পোড়া, লোমশ হাতে মোটা আঙুল দিয়ে দু'টো চানাচুরের প্যাকেট মানবীর দিকে এগিয়ে ধরল। প্রথমেই মানবী তার নমস্কারের ঝটকায় কোনঠাসা হয়েছিল এবার চানাচুর বাড়িয়ে ধরতে হতভম্ব হল। হেমন্ত ঈষৎ কেশে বাঁ হাতের টিনের চোঙটাকে বগলে চেপে ধরে বলল।]

হেমন্ত—নমস্কার। আমায় ক্ষমা করুন। আপনাকে বিরক্ত করতুম না, কিন্তু শুনলুম আপনি আজ চলে যাচ্ছেন।

মানবী—[হেমন্তের বক্তৃতা সংক্ষেপ করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠল।] আমি চানাচুর কিনব না। তুমি অন্য কোথাও যাও।

হেমন্ত—আমি চানাচুর বেচতে আসিনি। এসেছি আমার চানাচুরের জন্য একটি বাণী নিতে।

মানবী—চানাচুরের জন্য বাণী ?

হেমন্ত—হাঁ নইলে আমার চানাচুর ডালমুট কে কিনবে বলুন ?

মানবী—তোমার চানাচুর কস্মিন কালে মুখে দিয়েচি ?

হেমন্ত—দেবেনও না। এমন পাঁচমিশেলী ভেজাল জিনিষ আপনাকে আমি খেতে দিতে পারি না। আর খাবেনও না।

মানবী—ভেজাল জিনিষ কেন বিক্রি কর ?

হেমন্ত—কড়াই বুট ছোলা মটর বাদাম আদা নুন লঙ্কা এই পাঁচ-সাত জিনিষ না মেশালে তো চানাচুর তৈরী করা যায় না।

মানবী—পাঁচমিশেলী বল তবে ভেজাল বলচো কেন ?

হেমন্ত—একটা ডাল দিয়ে তৈরী নয় নানা ডালের ভেজাল বলে ঐ কথা বললুম। আপনাকে এ জিনিষ খেয়ে দেখতে হবে না। শুধু একটা বাণী দিন তাই ঠোঙার উপর লিখে রাখলে আমার ভাজা প্রচুর বিক্রি হবে।

মানবী—এমন পাঁচটি ডাল না মিশিয়ে একটা ডাল দিয়ে তৈরী করতে পার না ?

হেমন্ত—একটা ডাল লোকে খেতে চায় না। পাঁচটি দিলেই খেতে সুস্বাদু হয়। যখন লোকের ক্ষিদে পায় তখন কেউ বড় খাবার খাবে না বলেই চানাচুর ডালমুট কড়াই ভাজা খায়।

মানবী—খাদ্যাভাবে নানা ডাল ভাজা খেয়ে লোকে ক্ষুধা মেটায়। তুমিই দেখচি আসলে খাদ্যের সিনথিসিস আবিষ্কার করে ফেলেচো। তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বাণী দেব। বল কি বাণী দেব ?

হেমন্ত—বাণীর কথাগুলো আমি বলে দিলে সে তো আমার বাণী হবে। কিন্তু আমি আপনার কাছে বাণী চাই।

মানবী—আমি চলে যাব কে তোমায় জানাল ?

হেমন্ত—আপনার মালপত্তর সব যে লরীতে চলে গেল।

মানবী—ও। আচ্ছা, লিখে নাও। ডালের দানা পৃথক পৃথক ভাবে থিসিস ও এ্যান্টিথিসিস কিন্তু আদা নুন লঙ্কা তেল দিয়ে তাদের মিলন ঘটালে, খাদ্যাভাবের সময় এই অ-খাদ্য খেয়ে ক্ষুধা নাশ করা চলে, মানবী দেবীর মতে এই মহাখাদ্যের অপর নাম চানাচুর না হয়ে হরিমটর হওয়া উচিত। আধুনিক হরিমটরের আবিষ্কর্তা শ্রীহেমন্ত। যাও হল তো ?

[হেমন্ত খুশী ভরা মনে কথাক'টি সাথে সাথে নোটবুকে লিখে নিল। দু'টো চানাচুরের প্যাকেট সমুখে বাকসের উপর ভয়ে ভয়ে রাখল।]

হেমন্ত—অত্যন্ত উপকার হল। এবার অনেক টাকার মালিক হব। এই দু'টো প্যাকেট রাখলুম।

মানবী—[হেসে] আজ হরিমটর খেয়ে কাটাব বলে ?

হেমন্ত—[মহা লজ্জায়] নমস্কার।

মানবী—নমস্কার।

[হেমন্ত ঘুঙুর বাজিয়ে ঝম্ ঝম্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।]

[মানবী পরনের শাড়ীখানি ঝেড়েঝুড়ে আটসাট করে পরে নিল। খোঁপাটা নামিয়ে নতুন রিং করে আবার মাথায় চাপাল। প্রসাধনের দ্রব্যগুলো বাকস্ থেকে বের করে কি ভেবে আবার সে গুলো বাকসে তুলে রাখল। ছোট আয়নাখানি খুলে মুখখানি না দেখে আবার বুজিয়ে রাখল।

গড়িমসি ভাব কাটিয়ে সে বাকস্ বিছানা দোরের কাছে টেনে নিয়ে যেতেই কলিং-বেল ক্ষেপে উঠল। আচমকা দরজা খুলতে ঘরের মধ্যে আনন্দ এসে হাজির হল।

আনন্দ মেঘমল্লার পত্রিকার সম্পাদক। বেটে খাটো। স্যাণ্ডালের উপর পা-র আঙুলে ভর করে গোড়ালী উঁচু করে নিজের বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা জাঁদরেল পুরুষ বোনতে চায়। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী। কিন্তু হাফসার্টে তাকে মানায় ভালো। নিজের বেঁটে বাহু দু'খানির চেয়ে জামার হাতা বেমানান লম্বা। মুখখানি গোলগাল। মাথায় সুচিক্কন চুলের বোঝা। গোঁপদাড়ি নেই। কোনকালে সেখানে গোঁপদাড়ি এসেছিল কিনা তাও কেউ দেখেনি। কথা বলার সময় খুঁদে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে চোখ দু'টি শুধু বটমট করেই তোলে। স্বাভাবিক চাহনিতে চোখ শুধু পিট্ পিট্ করে।

বুকপকেটের পাতলা পর্দা ভেদ করে ট্রামের টিকিটখানি উঁকি মারছে। এখনো মোটর গাড়ার মালিক হয়নি সে প্রমান তার পকেটেই রয়েছে। কিন্তু আসলে সে এই বয়সে মোটর গাড়ীর মালিক হয়েছে। বয়স ছত্রিশ। বড় মেয়ের বয়স পনের। তবু সেদিন ছোট শালীকে সাইকেল চড়া শেখাতে গিয়ে দু'জনেই পাহাড়ী হ্রদে পড়ে সাঁতার কেটেছিল। সাঁতার আনন্দ কাটেনি। সাঁতারু শালীর দেহ ভর করে সে যাত্রা তাকে কুল পেতে হয়। সাঁতার শেখাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সিলেবাসেও তার ছিল না তাই নাজেহাল হতে হল। পকেটে হাত দিয়ে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করার সময় ওষুধ সরঞ্জামপত্তর বেরিয়ে পড়লে তাকে বিব্রত হতে হয় তবে লজ্জিত হয় না।

আনন্দ ঘরের মধ্যে দৃকপাত করে হতবাক হয়ে গেল। এখুনি না এলে মানবী কোন নিরুদ্দেশে যে চলে যেত তা কে জানে। যাক সময় মত এসে পড়ে জাতীয় সংস্কৃতির একজন শিল্পীকে সে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে পারল।

[ঘরে বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। স্টীলের ট্রাঙ্কের উপর সে বসে পড়ল।]

আনন্দ—মানবী, তোমার দেখা পেলাম এ আমব মস্ত ভাগ্য। তোমাব কথা ভেবে দিনরাত ছটফট কবি। তুমি কোলকাতা ছেড়ে কোথায় অগস্ত্য যাত্রা করচো বল তো ?

মানবী—[মানবীর জানা আছে আনন্দের বেঁটে হাত দু'খানির আস্পর্ধা। সে শাড়ীর আঁচল দিয়ে দেহটাকে ভালো করে প্যাকেট করে দূরে তাড়াতাড়ি সরে গেল।] আমি এখন বড় ব্যস্ত আনন্দ।

আনন্দ—[সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে।] দেবী, অনেক লীলা এতোদিন দেখালে এ আবার নতুন কি খেলা খেলতে চলেচো ?

মানবী—আমার অনেক সর্বনাশ তুমি করেচ। এ জন্য আজ চরম ধন্যবাদ। বিদায় এবার।

আনন্দ—ফ্লাট ছেড়ে দিচ্চো ?

মানবী—হাঁ।

আনন্দ—কোথায় যাবে ?

মানবী—[অত্যন্ত বিষণ্ণ।] তোমরা যেখানে নেই কেউ সেখানে।

আনন্দ—তবে আমায় নিয়ে চল। স্থান ঠিক করেচ ? না করে থাকোতে: আমার বাসায় চল।

মানবী—তার মানে ?

আনন্দ—মানে আমার মেয়ে তোমাকে মা বলে ডাকবে।

মানবী—[রুখে উঠল।] বাজে কথা বোল না।

আনন্দ—[তেমনি রুখে উঠে দাঁড়িয়ে।] বাজে কথা এই সময় বলা যায় না বলেই ঐ কথা বললুম। তোমার অতিমানসিক চেতনায় ভালোবাসা বলে কোন বস্তু নেই? আজ দশ বছর ধরে তোমার ধ্যানে আমি সমাধিস্থ হয়ে আছি তা তুমি জানো?

মানবী—মাটি কোটী কোটী বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করচে আকাশটা আজো নেমে এসেচে?

আনন্দ—মাটির বুক ভর করেই তো আকাশ পড়ে রয়েছে আবার নেমে আসবে কোথা থেকে?

মানবী—[হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে।] কেন তুমি আমার ধ্যান কর?

আনন্দ—তুমি দেবতার ধ্যান কর বলে। আমি অতো পারিনে তাই তোমায় ধ্যান করি। তোমাকে ধ্যান করি, যদি তোমার উঁচু মনের একটু অংশীদার হতে পারি এই আমার বড় সাধ।

মানবী—এখন তোমাদেব কাগজের বিক্রি কি কমে গেচে? নতুবা এখন জপতপে নেমে এসেচ কেন?

আনন্দ—বিশ্বাস কর মানু, তোমার নাচের অতো উঁচু দিক আমার মত আর কোনো সম্পাদক দেখেনি।

মানবী—আমার সমুখে হাত-পা নেড়ো না। তোমার কাগজের হকার তোমাকে যা লিখতে বলে তাই তুমি লেখ। হকার কাগজ বিক্রি করে পয়সা এনে দিলে তুমি আর্দির পাঞ্জাবী চড়াও। তুমি কত বড় কথাশিল্পী তা কি আমি জানি নে। আমার ধ্যানে ষোল আনা মশগুল তোমার হকার। তুমি নও। এ খবর আমি জানি।

আনন্দ—মানু, তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা। আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি।

মানবী—ভালবাসা স্বর্গীয় বস্তু। দু'জনে স্বর্গে গিয়ে বিবেচনা করব। এখন আমরা মর্তে।

আনন্দ—তবে একটা স্বামী গ্রহণ তোমার ভালো ছিল। যতোই অতি-মানসিক চেতনার রাজ্যে বাস কর না কেন, তুমিও এখনো মর্তে বাস করচো সেটা স্মরণ রেখ।

মানবী—না না তুমি যাও। তোমার কাগজখানিই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েচে। তুমি যাও।

[হঠাৎ মানবীর কণ্ঠস্বরে আমূল পরিবর্তন টের পেয়ে আনন্দ পাংশু হয়ে উঠল। হাল্কা অহমিকার এবার বুঝি সে ফল ভোগ করবে। কিন্তু ঘরের কলিং-বেল বেজে উঠে তাকে রক্ষা করল।

মানবী দরজা খুলল। একজন মধ্যবয়সী স্যুট পরিহিত আগন্তুক ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোকের নাম ভুবন। ইনস্‌পেকটর। লম্বা গড়ন, নাকটী উন্নত, কপাল উজ্জ্বল. বুকখানি প্রশস্ত। চোখদু'টি আকীর্ণ। হাতে চামড়ার ব্যাগ। মাথা নত করে নমস্কার জানিয়ে ব্যাগ থেকে একখানি কাগজ বের করল। ঘরের মধ্যে বসবার ঠাঁই নেই দেখে সে নিজেই যেন লজ্জা অনুভব করতে লাগল।]

ভুবন—নমস্কার। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলুম বলে আমি লজ্জিত। আমি অনুসন্ধানকারী।

মানবী—[নম্রস্বরে।] কি জানতে চান বলুন? [কি যেন ভুলে গেছে।] হাঁ নমস্কার।

ভুবন—সাহেবপাড়ায় মেমের স্কুল থেকে উপহার নামে একটি মেয়ে

লেখাপড়া শিখতে লণ্ডন যাচ্চে। আপনিই কি তার টাকাকড়ি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে জমা দিয়েচেন ?

মানবী—হাঁ।

ভুবন—আপনি ইনকাম ট্যাক্স দেন ?

মানবী—না।

ভুবন—মেয়েটীর লণ্ডন বাস ও অধ্যয়নের টাকা এককালীন জমা দিয়েচেন। এতো প্রচুর টাকা আপনি পেলেন কোথায় ? আপনার শিল্পী জীবন তো ঠিক পাঁচ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে।

মানবী—আমার কিছু গয়নাগাঁটি ছিল সেগুলি বিক্রি করে ঐ টাকা যোগাড় করেচি। আমার খুঁদ-কুড়োও ওতে জমা হয়ে গেচে।

ভুবন—জবাবটি বিশ্বাসযোগ্য ও সম্মানজনক। আর সামান্য একটি জবাব পেলেই আমি আর আপনার বিরক্তির কারণ হব না।

মানবী—কিসের জবাব চান বলুন ?

ভুবন—উপহারের মা-র নাম আমি পেয়েচি। কিন্তু তার বাবার নামটির ভুলক্রমে কোন উল্লেখ নেই। দু'টো নাম না পেলে, বিশেষ করে বাবার নাম না পেলে পাশপোর্ট ইস্যু করা যে সম্ভব হয় না। এ না হলে ওর যাত্রায় বাধা পড়বে।

[আনন্দ অস্থির অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।]

মানবী—[এবার একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল।] ওর মা আমি। জন্মাবধি ও মেমের নার্সারীতে মানুষ হচ্চে। এখন ওকে লণ্ডন পাঠাচ্চি। ওর বাবার নাম সে সময় ওদের খাতায় লিখে দেওয়া হয়নি।

ভুবন—সে ভুল সংশোধনের সময় এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। বলুন, আমি ক্ষমে লিখে নিচ্ছি।

মানবী—ও নামটি না হলে কি চলবে না ?

ভুবন—কাব মেয়ে সে ঘবটি পুবণ না হলে পাশপোর্ট ওকে কি কবে দেব বলুন ?

মানবী—[গভীব চিন্তাচ্ছন্ন হযে পড়ল। তাব চোখমুখেব আমূল পবিবর্তন ঘটে গেছে। সে তাব উঠানামা বুকখানি শান্ত কবতে মনেব সব শক্তি নিযোগ কবল।] বাবাব নাম ?

ভুবন—[লোকটি সোজা সবল। তাব ফবমেব ঘবগুলি ছাড়া সে আব কিছু জানে না চেনে না। কারু চোখমুখেব ভাষা বোঝাব বিদ্যে সে বাখে না।] হঁ্যা বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।

মানবী—কিন্তু। [অনেকক্ষণ চুপ কবে থাকল। কপালেব উপব ঘাম জমেছে।]

ভুবন—বলুন। [কলমটি তাব হাতেব ফবমেব উপব চেপে ধবল।] আব আপনাকে এক মিনিটও বিবক্ত কবব না।

মানবী—কোনদিন মিথ্যে কথা বলব না ভেবেছিলাম। আজ তাই বলাতে চান।

ভুবন—[অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে।] না না কক্ষনো না। যা চিবকালেব শিক্ষা তাকে কখনো ত্যাগ কববেন না।

মানবী—এ আমাব শিক্ষা নয়। আমার বক্তেব সাথে মিশে আছে। বলতে পাবেন এ আমাব সংস্কাব। [ফেব দার্শনিক হবাব প্রবল বাসনা মনের মধ্যে দেখা দিল। কিন্তু এখন সে আইন শৃঙ্খলার সমুখে দাঁড়িয়ে। আইন শৃঙ্খলা দর্শন নয়। আর

দর্শন হলেও তাব সম্মান মানবীকে প্রচলিত মুদ্রায দিতে হবে। কিন্তু এখন উপায।] দেখুন, আমাব শিল্পী জীবনেব উপহাব হল আমাব ঐ মেযে। ওকে লোক চক্ষুব অন্তরালে বেখে মানুস কবচি। দেখচি, তা আপনাবা হতে দেবেন না। কি অপবাধ কবেচে ও ? [মানবী এবাব বুঝি কেঁদে ফেলবে।]

ভুবন—[অত্যন্ত অপবাধীব মতো দু'পা পিছিযে গিযে বলল।] আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে পীড়িত কবব বলে আমি আসিনি।

মানবী—[কি চিন্তা কবে নিজেব মধ্যে শক্তি ফিবিযে আনল। তাব চোখ মুখ একটু একটু কবে স্বাভাবিক অবস্থায ফিবে আসছে।] না মিথ্যে আমি কখনো বলিনি। আজও বলব না। [একটু থামল। মেযেব মুখখানি তাব চোখেব উপব ভেসে উঠল। তবে কি সে নিজেব জেদ বজায বাখতে মেযেকে পৃথিবীতে হাবিযে ফেলবে। আবাব সে আকুল ব্যাকুল হযে উঠল।] দেখুন—[আবাব কণ্ঠস্বব নিবব হযে পড়ল।] ও কুমাবী মা-ব মেযে। ওব পিতা আসলে কে তা আমি জানিনে।

[আনন্দ আসন থেকে ছিটকে পড়ল। কোন মতে মেঝেব উপর দু'পায ভব কবে ঘেমে নেযে উঠল।]

ভুবন—তাই তো সবাব একটা বাবা থাকা দবকাব। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তো এখনো গড়ে উঠল না। আপনাব মেযেব ভবিষ্যত দিনগুলি উপহাসেব জ্বালা থেকে বাঁচাতে হলে একটা পথও তো চাই।

মানবী—কাব নাম বলব বলুন ? আব তাদেব অনুমতিও তো দবকাব। এতো করেও ওকে তবে বাঁচাতে পাবলুম না।

[ছু'হাতে চোখ ঢেকে মানবী কার্পেটের উপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। তাকে দেখে আনন্দ স্থির থাকতে পারল না। ভুবন মহা সমস্যায় পড়ে গেল। গভীর ভাবে কি চিন্তা করতে লাগল।]

ভুবন—অতো উতলা অধীর হবেন না। একটা নামের অভাবে কেউ মারা যায় না। কিন্তু—

আনন্দ—কিন্তু আপনি তো তাকে মেরেই ফেলচেন। দিন আপনার হাতের ফরমটা [আনন্দ জোর করে ভুবনের হাত থেকে ফরমটা টেনে নিয়ে কলমটি পকেট থেকে বের করে ঝর ঝর করে নিজের নাম ফরমে সই করে দিল। ভুবনের হাতে ফরমটি ফের গুজে দিয়ে বলল।] হল তো? এই নিন।

ভুবন—[ফরমটির লেখার প্রতি দৃকপাত করে।] আপনি উপহারের বাবা? যাক। আমার তো কাজ মিটল। আপনাদের কষ্ট দিলুম বলে আমায় ক্ষমা করবেন। আমি চললুম। নমস্কার।

[ভুবন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কেউ তাকে প্রতি নমস্কার জানাবার শক্তি দেহে খুঁজে পেল না।]

[ভুবন চলে যেতে মানবী ফুঁসিয়ে উঠে আনন্দকে বলল। তার শরীর কাঁপছে।]

মানবী—কি সর্বনাশ! তোমার নাম লিখলে কেন?

আনন্দ—আর কেউ রাজী নয় বলে। আমার মেঘমল্লার কাগজের উপহার তোমার মেয়ে। আমি তার সম্পাদক। আমি তাকে বাঁচাব না তো আর কে বাঁচাবে?

মানবী—উঃ কি মতলববাজ তুমি !

আনন্দ—মোটেই নয়। একটি দেবকন্যা আশ্রয় পাবে না, এমন নির্মম এ পৃথিবী নয়। তুমি এ পৃথিবীকে যতো নোংবা ভেবে ত্যাগ করতে চাও না কেন। এবাব আমি চললুম। তোমাবও এ জগতে মুখ দেখাবাব পাশপোর্ট মিলল তো? এই জন্যেই বুঝি সকাল থেকে এতো পাগলামি বেড়েচে? এবাব এখানে বাস কববে অথবা অন্য কোথাও যাবে ভেবে দেখ। [হাতঘড়িব দিকে চোখ মেলে।] কি সর্বনাশ বাবোটা হযে এলো। আমি চল্লুম। পৃথিবীব ছাড়পত্র বিষযবস্তু কবে একটা লম্বা চওড়া দার্শনিক প্রবন্ধ কাগজে লিখব। আজ আব বাসায ফিবে খাওযা হবে না। তোমাব এই প্যাকেট একটা নিযে গেলুম। অপিসে বসে লিখব আব এই চিবুব।

[মানবী ফুঁপিযে কেঁদে উঠল।]

মানবী—কেন তুমি এতো বড ঝুঁকি নিলে?

আনন্দ—কেঁদ না মানবী, তুমি অতিমানসিক চেতনাব দেবকন্যা হতে পাব। আমি কি সে মন্দিবে ঝাড়ুদাবেবও অনুপযুক্ত বলতে চাও?

[আনন্দ ঘর থেকে দ্রুত বেবিযে গেল।]